তারিখ ... 18.10.83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 7 ...

দৈনিক বাংলা

023

জনমত

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বহির্ভূত খাতে ব্যয়

সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর অংশ হিসাবে এর মধ্যেই ২টি হোস্টেল নির্মাণ, হোস্টেলে উন্নতমানের খাবার সরবরাহ ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য বাস সার্ভিস প্রবর্তন এবং এই সাথে শিক্ষাবহির্ভূত খাতে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের কথা ঘোষণা করেছেন। নিঃসন্দেহে এ একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। বলা যায় এর ফলে ছাত্রদের কয়েকটি দীর্ঘদিনের দাবী পূরণ হতে যাচ্ছে।

কিন্তু ঐ শিক্ষাবহির্ভূত খাতে ব্যয় প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য আছে। শিক্ষাবহির্ভূত খাত বলতে আমরা আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি বিনোদনমূলক খাতই বুঝে থাকি। কিন্তু প্রশ্ন হলো: এই খাতে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা কতটা সঙ্গত হবে। আমরা ছাত্ররা সাধারণত অত্যন্ত গরীব। আমাদের বেশীর ভাগই টিউশনী করে চলে। ফলে, নিয়মিত লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটে। এ অবস্থায় আমি মনে করি—এই ১০/১৫ লাখ টাকা দিয়ে এবং প্রয়োজন হলে এর সাথে আরো কিছু যোগ করে একটি মাঝারি ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেতে পারে—যেখানে পার্টটাইম কাজ করে ছাত্ররা নিজেদের খরচটা যোগাতে পারবে। আর টাকাও উৎপাদন খাতে ব্যয় হবে বলে জাতীয় আয়ে এর অবদান থাকবে। এবং সর্বোপরি শিল্পক্ষেত্রেও কিছুটা অগ্রগতি হবে। এভাবে প্রতিবৎসর যদি দু'একটা শিল্প গড়ে তোলা যায়, তবে তা সব দিক দিয়েই সুফল বয়ে আনবে। আমার মনে হয়, এ টাকা দিয়ে একটা ছোটখাট রফতানীমুখী রেডিমেট গার্মেন্টস কারখানা স্থাপন করা যেতে পারে যাতে ছাত্র-ছাত্রী উভয়েই কাজ করতে পারবে। অথবা কয়টা কোস্টারও কেনা যেতে পারে ছাত্ররাই যার ড্রাইভিং ও টিকেট কাটার দায়িত্ব পালন করবে। সবচেয়ে বড় কথা এ ব্যবস্থায় কারিগরী কাজে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাবে বলে ভার্সিটি থেকে বেরিয়ে ছাত্ররা বেকার জীবনের অভিশাপ থেকে অনেকটা মুক্ত থাকবে। তাই আশা করি কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন।

মোঃ আলী ওসমান নূর
ব্যবস্থাপনা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।